ধৈর্যশীল হয়ে আল্লাহ মুখী হওয়া

<u>দুঃখকষ্টের সময় ধৈর্যশীল হয়ে আল্লাহমুখী হতে হবে;</u>

<u>সুখ সম্ভোগের সময় উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়ে আল্লাহবিমুখ হওয়া যাবে না;</u>

<u>আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।</u>

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ" দুঃখকষ্টের সময় ধৈর্যশীল হয়ে আল্লাহমুখী হতে হবে; সুখ সম্ভোগের সময় উৎফুল্ল ও অহংকারী হয়ে আল্লাহবিমুখ হওয়া যাবে না; আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি। "

পবিত্র কোরানুল করীমে আল্লাহ ইরশাদ করেনঃ

১।আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া নেয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।

সুরা ১৭ বনী ইসরাইল, আয়াতঃ ৮৩ ,৮৪

وَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ

الشَّرُّ كَانَ يَـُٔوْسًا ﴿۸۳﴾

আমি যখন মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া নেয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে একেবারে হতাশ হইয়া পড়ে।

قُلْ كُلٌّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهٖ ؕ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى

سَبِيْلًا ﴿٨٤﴾

বল, 'প্রত্যেকেই নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী কাজ করিয়া থাকে এবং তোমার প্রতিপালক সম্যক অবগত আছেন চলার পথে কে সর্বাপেক্ষা নির্ভুল।'

২। আর মানুষকে যখন দঃখ দৈন্য -স্পর্শ করে , তখন সে শুইয়া,বসিয়া, অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিতে থাকে।

সুরা ১০, ইউনুস, আয়াতঃ ১২

وَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْۢبِهٖۤ اَوْ قَاعِدًا اَوْ قَآئِمًا ۚ فَلَمَّا

كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهٗ مَرَّ كَاَنْ لَّمْ يَدْعُنَاۤ اِلٰى ضُرٍّ مَّسَّهٗ ؕ كَذٰلِكَ زُيِّنَ

لِلْمُسْرِفِيْنَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٢﴾

আর মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে শুইয়া, বসিয়া অথবা দাঁড়াইয়া আমাকে ডাকিয়া থাকে। অতঃপর আমি যখন তাহার দুঃখ-দৈন্য দূরীভূত করি, সে এমন পথ অবলম্বন করে, যেন তাহাকে যে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিয়াছিল তাহার জন্য সে আমাকে ডাকেই নাই। যাহারা সীমালংঘন করে তাহাদের কর্ম তাহাদের নিকট এইভাবে শোভনীয় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

৩।আর যদি দুঃখ -দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলিবে, আমার বিপদ-আপদ কাটিয়া গিয়াছে,আর সে তো নয় উৎফুল্ল অহংকারী।

সুরা ১১ হুদ আয়াতঃ ৯,১০,১১।

وَ لَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنٰهَا مِنْهُ ۚ اِنَّهٗ

لَيَـُٔوْسٌ كَفُوْرٌ ﴿٩﴾

যদি আমি মানুষকে আমার নিকট হইতে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই ও পরে তাহার নিকট হইতে উহা প্রত্যাহার করি তখন সে অবশ্যই হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হইবে।

وَ لَئِنْ اَذَقْنٰهُ نَعْمَآءَ بَعْدَ ضَرَّآءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ ذَهَبَ السَّيِّاٰتُ

عَنِّىْ ؕ اِنَّهٗ لَفَرِحٌ فَخُوْرٌ ﴿١٠﴾

আর যদি দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করিবার পর আমি তাহাকে সুখ-সম্পদ আস্বাদন করাই তখন সে অবশ্যই বলিবে, 'আমার বিপদ-আপদ কাটিয়া গিয়াছে', আর সে তো হয় উৎফুল্ল ও অহংকারী।

اِلَّا الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ؕ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ

اَجْرٌ كَبِيْرٌ ﴿١١﴾

কিন্তু যাহারা ধৈর্যশীল ও সৎকর্মপরায়ণ তাহাদেরই জন্য আছে ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।

৪।যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া নেয় এবং দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

সুরা ৪১ , আয়াতঃ৫১

وَ اِذَاۤ اَنْعَمْنَا عَلَى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَ نَاٰ بِجَانِبِهٖ ۚ وَ اِذَا مَسَّهُ
الشَّرُّ فَذُوْ دُعَآءٍ عَرِيْضٍ ﴿٥١﴾

যখন আমি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করি তখন সে মুখ ফিরাইয়া নেয় ও দূরে সরিয়া যায় এবং তাহাকে অনিষ্ট স্পর্শ করিলে সে তখন দীর্ঘ প্রার্থনায় রত হয়।

৫।উহারা যখন নৌযানে আরহন করে তখন উহারা বিশুদ্ধ চিত্ত হইয়া একনিষ্ঠ হইয়া আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদেরকে উদ্ধার করেন তখন উহারা শিরকে লিপ্ত হয়।

সুরা ২৯আনকাবুত আয়াতঃ ৬৫

فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ
اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ ﴿٦٥﴾

উহারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন উহারা বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌কে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়াইয়া উহাদেরকে উদ্ধার করেন, তখন উহারা শির্‌কে লিপ্ত হয়,

৬।আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ তাহার সমস্যার সমাধান সহজ করিয়া দিবেন।

সুরা ৬৫ তালাক্ব , আয়াত ৪

وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآىِٕكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ
ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ يَحِضْنَ ؕ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ
يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ؕ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝٤

তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদের 'ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদের 'ইদ্দতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদেরও ; আর গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত। আল্লাহ্‌কে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন।

৭। আল্লাহ যাহাকে যে সামর্থ দিয়াছেন তাহার চেয়ে বেশী বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্থি।

সুরা ৬৫ তালাক্ব, আয়াতঃ ৭

لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ ؕ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ
مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ؕ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ؕ سَيَجْعَلُ اللّٰهُ
بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝٧

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে। আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না। আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।

৮। কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে।

সুরা ৯৪, আয়াতঃ৫,৬

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٥

কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে,

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝٦

অবশ্য কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে।

ধৈর্য্য সংক্রান্ত হাদীস

১। হযরত আবু ইয়াহইয়া সূহায়েব ইবন সিনান (রাঃ) থেকে বর্নিত। তিনি বলেন রাসুল(সঃ) বলেছেনঃ মু'মিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজ ই কল্যাণকর।মু'মিন ছাড়া অন্যের ব্যাপারে এরূপ নয়।তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহর শোকর করে, তাতে তার মঙ্গল হয়, আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্য্য ধারন করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়।(মুসলিম)।

২।হযরত আবু সালিন্দ ও আবু হুরায়রা(রাঃ) থেকে বর্নিত, রাসুল(সঃ)বলেন,মুস্লিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি ,রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা , কষ্ট, ও অস্থিরতা হোক না কেন এমন কি কোন কাঁটা ফুটলেও তার কারনে মহান আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন।(বুখারী ও মুস্লিম)।

৩। হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্নিত,তিনি বলেন, রাসুল(সঃ) বলেছেন, মহান আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন।

৪।হযরত আনাস (রাঃ)থেকে বর্নিত, তিনি বলেন,রাসুল(সঃ) বলেছেন, আল্লাহ যখন তাঁর কোন বান্দাদের প্রতি কল্যানের ইচ্ছা করেন তখন দুনিয়াতে তার জন্য তাড়াতাড়ি বিপদ-আপদ নাযিল করে দেন। আর তিনি যখন তাঁর বান্দাদের প্রতি অমঙ্গলের ইচ্ছা করেন তখন তাকে গুনাহর মধ্যে ছেড়ে দেন। অবশেষে কিয়ামতের দিন তাকে ধরবেন। রসুল(সঃ) আরও বলেন কষ্ট বেশী হলে সয়াবও বেশী হয়। আর আল্লাহ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলে দেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি ।আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার জন্য রয়েছে আল্লাহর অসন্তুষ্টি।

(তিরমিযী)।

৫।হযরত আবু হুরায়রা(রাঃ) বর্নিত, তিনি বলেন ,রাসুল(সঃ) বলেছেন, মু'মিন নর-নারীর জান,মাল ও সন্তানের উপর বিপদ আপদ আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহর সাথে সে সাক্ষাত করে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহ অবশিষ্ট থাকে না।(তিরমিযী)।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আসুন দুঃখ কষ্টে ধৈর্য্য ধারণ করে আল্লাহমুখী হই এবং সুখ স্বাচ্ছন্দে উৎফুল্ল ও অহংকারী না হয়ে আল্লাহ মুখী থাকি। আল্লাহ কষ্টের পর দেবেন স্বস্তি। আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করে তার পথে পরিচালিত করুন।আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

.....